দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীর ভিড় উর্ধ্বমুখী। দু'বছর আগেও একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো ৯ জন ছাত্র। গতবছর এই সংখ্যা ছিল আসন প্রতি ২০ জন। এবার আসন প্রতি ২৮ জন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিড় বাড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের জন্য ছাত্রছাত্রীরা এখানেই অধিক সংখ্যায় ভিড় করে। অথচ আসন সংখ্যা সীমিত। অনেক মেধাবী ছাত্রকেও বিফল মনোরথ হতে হয়।

ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে সীমিত আসন হেতু ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত করা হয়। সেখানে ভর্তি পরীক্ষা না দেয়া ১৯ জন মেধাবী ছাত্র এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ একজন ছাত্রীকে ভর্তি করার সুপারিশ করেছেন উপাচার্য মহোদয়। তার নির্বাহী ক্ষমতা বলেই তিনি এ কাজটি করেছেন। সরকারেরও অনুরোধ ছিল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও যেন এদের ভর্তি করে নেয়া হয়। তারা নাকি প্রধানমন্ত্রির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিল, সে জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

শিক্ষকদের কেউ কেউ এধরনের ভর্তির বিরোধিতা করেছিলেন। শিক্ষক সমিতি ভিসি'র সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানিয়েছে, ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মেধাবী ১৯ জন ছাত্র ভর্তি হতে পারছে না, এটা দুঃখজনক। কিন্তু এ দুঃখ কাটিয়ে ওঠার গৃহীত ব্যবস্থাটা সুখকর নয় খুব। প্রথমত, দেখা গেছে অনিবার্য কারণে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে না, শত মাথা কুটেও তারা ভর্তি হতে পারে না, কারণ বিধিবিধান লংঘন করতে ইচ্ছুক নন উপাচার্য এবং শিক্ষকরাও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় আলাদা ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেও না হয় কথা ছিল। সেটুকু নিয়ম রক্ষারও দরকার মনে করেননি কর্তৃপক্ষ।

সম্ভবত এবছরই নিয়মের ব্যতিক্রম করে উপাচার্য মহোদয় তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছাত্রদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন– এমনটি মনে করতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যেত, 'কিন্তু' নামক কাঁটার খোঁচা সত্ত্বেও। সরকারের অনুরোধ তথা ইচ্ছাই তাকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের অনুপ্রেরণা দিয়েছে এটা ভাবতে অবাক লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকারের অনুরোধ বা উপরোধ যাই বলা হোক, মেনে চলা বর্তমান গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় কতটা যুক্তিযুক্ত এ প্রশ্ন থেকে যায়। তারপর বাণিজ্য অনুষদে কোন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র বা ছাত্রীকে নেয়া হয় না। অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষায় বসারও সুযোগ দেয়া হয় না। তাকেও ভর্তি করা হল বর্ণিত মেধাবী ছাত্রদের মিছিলের অনুসরণে সরকারের অনুরোধক্রমে। সরকারি অনুরোধের তরিকা এখানেই স্পষ্ট। এর মধ্যে যদি কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজতে চেষ্টা করেন, তাকে কি নিন্দুক বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে?

দ্বিতীয়ত, মেধাবী ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পথ উক্ত ১৯ জনের ক্ষেত্রে বন্ধ হোক এটা কেউই হয়ত চাইবেন না। কিন্তু এই বিশেষ বিবেচনার পিছনে সরকারের উৎসাহ প্রদানের কারণ কি? অন্যান্য সময় তো সরকার এদিকে চেয়েও দেখেন না। মেধাবী ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে অতীতে নানাভাবে ভিড়ানো হয়েছে, তার ফলে দেখা গেছে তাদের মেধা শিক্ষার দিকে আকর্ষিত না হয়ে অন্য ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অতীতে এমনি এক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মেধাবী ছাত্র অভির পরিণতি কারোর অজানা নেই। এরকম বহু মেধাবী ছাত্র সরকারের সুনজরে পড়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন থেকে সরে গেছে।

একদা স্বদেশী আন্দোলনে মেধাবী ছাত্ররা এগিয়ে এসেছে। সে অতীতের কথা। তাদের ত্যাগ, সাহস ও আত্মদান আজও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা যোগায়। এখন মেধাবী ছাত্রদের রাজনীতিতে টানা হয় সংকীর্ণ দলীয় মানসিকতা নিয়ে। সেখানে থাকে না ত্যাগ আর দুঃখব্রতের গৌরব। দেখা দেয় ক্ষমতার প্রতাপ।

তবুও এই মেধাবী ১৯ জন ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে নিয়ম ছাড়িয়ে উপাচার্য মহোদয়ের নমনীয় ভূমিকায়। তাদের উচ্চ শিক্ষার অভিলাষ পূর্ণ হোক এ শুভেচ্ছা সকলেরই রইল, কিন্তু সরকারি অনুরোধের মুখ চেয়ে শিক্ষার সর্বোচ্চ পীঠস্থানের সর্বোচ্চ পদধারী একজন শিক্ষাব্রতীর এই ভূমিকায় সাধারণ মানুষের ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে যাওয়ার নয়।

এই উদাহরণ পরবর্তীকালে আর কেউ অনুসরণ করবেন না, এমন নিশ্চয়তা কে দিবে। পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আর ক্ষমতার অপব্যহারের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে যে মনোবৃত্তি জাগরিত করা হল, শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে তা কতটা সহায়ক হবে সে সংশয়ও দেখা দিতে বাধ্য। একেই তো আমাদের শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস কবলিত। সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা যদি এভাবে স্থান করে নেয়, তা কি শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার পক্ষে সহায়ক হবে? এসব প্রশ্নের জবাব চাওয়ার কোন অবকাশ আর খোলা রইল না।